

জরুরি সাড়া প্রদানে  
মূলধারায়  
'কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)'  
সম্পৃক্তকরণ টুলকিট

### স্বত্বত্যাগ:

এই মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ টুলকিটটি মাধ্যমিক তথ্য পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে কয়েক ধাপে পরামর্শ করে তৈরী করা হয়েছে। এই টুলকিটটি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ফিডব্যাক সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আপনার কোন ফিডব্যাক অথবা মন্তব্য আমাদের জানাতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

[advmgr@bd.missions-acf.org](mailto:advmgr@bd.missions-acf.org)

জরুরি সাড়া প্রদানে  
মূলধারায়  
'কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)'  
সম্পৃক্তকরণ টুলকিট

## সূচি

### ১. পটভূমি

১.১. টুলকিটটি তৈরির সার্বিক উদ্দেশ্য

### ২. 'কমিউনিটির' সাথে যোগাযোগ (CwC)' সম্পর্কে ধারণা

২.১ জরুরি সাড়া প্রদানে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC) বলতে আমরা কি বুঝি?

২.২ জরুরি সাড়া প্রদানে 'কমিউনিটির' সাথে যোগাযোগ (CwC)' কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান?

২.৩ কাদের জন্যে এই টুলকিট?

২.৪ কিভাবে এই টুলকিটটি আপনার কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে পারে?

### ৩. জরুরি সাড়া প্রদান চক্রে CwC-র প্রধান ধারা নির্ণয়

৩.১ চাহিদা নিরূপণ

৩.২ কৌশলগত রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩.৩ সম্পদের যোগান (Resource Mobilization)

৩.৪ বাস্তবায়ন

৩.৫ মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতা (MEL)

৩.৬ 'কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)' মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্যে চেকলিস্ট

### ৪. উপসংহার

### পরিশিষ্ট

## আদ্যাক্ষর ও সংক্ষেপসমূহ

CHS	মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান
CPP	ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি
FAQ	বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
CwC	কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ
DMA	দুর্যোগ প্রশমন আইন
HCTT	দেশীয় মানবিক কর্মীবাহিনী
HPC	মানবিক সহায়তা কর্মসূচি চক্র
HRP	মানবিক সাড়া প্রদান পরিকল্পনা
JNA	সম্মিলিত চাহিদা নিরূপণ
NFI	খাদ্য-বহির্ভূত উপাদান
OCHA	মানবিক কর্মকাণ্ড সমন্বয়র কার্যালয়
SOD	দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি
UN	জাতিসংঘ
WASH	পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

## ১.পটভূমি

মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC) সেইসব কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে যেখানে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষা এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য তথ্য বিনিময় করা হয়।<sup>১</sup> এটা মানবিক সংস্থাগুলোর মধ্যে অধিকতর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও কমিউনিটির চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রূপরেখা প্রণয়নের কাজকে সহজ করে তোলে। এছাড়া কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের এইসব পদক্ষেপ কমিউনিটিতে পারস্পরিক মতবিরোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য সংকট নিরসনের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য না পেলে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং বুঝে শুনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না কিংবা তাদের নিজস্ব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সক্রিয় নেতৃত্বদানে সক্ষম হয় না।<sup>২</sup>

দ্বি-মুখী যোগাযোগ হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমানের (CHS) অপরিহার্য অংশ। তবে অনেক মানবিক সংস্থা এখনও ‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করছে না। এই কারণে, বিষয়টি বিবেচনার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের বিষয়টি কর্মসূচিতে অঙ্গীভূত করা সম্ভব হলে তা কর্মসূচির গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমানের (CHS) উপাদান পূরণেও সক্ষম হবে। ফলে মানবতাবাদীগণ নীতিগতভাবে তা মেনে নেবেন। সংস্থা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, Action against Hunger এবং ‘সংযোগ’ -এর সদস্যরা দুর্যোগ-কবলিত জনগণের যোগাযোগ চাহিদা পূরণ করতে মানবিক কর্মকাণ্ডে ‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ সম্পৃক্ত করতে এই টুলকিটটি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত বেশ কয়েকজন পেশাদারদের সাথে পরামর্শক্রমে এই টুলকিটটির বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে।

### ১.১. টুলকিটটি তৈরির সার্বিক উদ্দেশ্য

এই টুলকিটটি তৈরির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবিক সংস্থার নীতি নির্ধারক এবং পেশাদার, দাতাগোষ্ঠী, বেসরকারী খাত, সরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে দিক-নির্দেশনা দেয়া, যাতে তারা পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদে CwC গ্রহণ করে যথার্থ এবং দুর্যোগ-কবলিত কমিউনিটিকেন্দ্রিক যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করতে পারে এবং তা নীতি-নির্ধারণে, অগ্রাধিকার প্রণয়নে এবং চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

<sup>১</sup> Definition and Key Messages to Support Advocacy and Action for Communication with Communities. Available at <http://www.comminet.com/global/content/definition-and-key-messages-support-advocacy-and-action-communication-communities>

<sup>২</sup> Communicating with Communities: Experiences from Asia-Bangladesh-Myanmar-Philippines. Available at <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Communicating%20with%20Communities%20Infographic%20Regional.pdf>

## ২. ‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ সম্পর্কে ধারণা

### ২.১ ‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ বলতে আমরা কি বুঝি?

‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ হচ্ছে মানবিক সেবা প্রদানের একটি উদীয়মান ক্ষেত্র, যা সংকট-কবলিত জনগণের তথ্য ও যোগাযোগ চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।<sup>৩</sup> এটি এমন একটি পদ্ধতি যা কমিউনিটিকে জীবনরক্ষাকারী, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ তথ্য প্রদান করে এবং তাদের চাহিদা, উদ্বেগ, ফিডব্যাক এবং অভিযোগ শোনার জন্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ চ্যানেল ব্যবহার বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এতে করে তারা জরুরি ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিতে পারে।<sup>৪</sup>

দুর্যোগ কবলিত জনগণ মানবিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে- এটা নিশ্চিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।<sup>৫</sup> খাদ্য, পানি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান দুর্যোগকালে দুর্যোগ-কবলিত কমিউনিটির জনগণকে ঝুঁকি ও দুর্দশা লাঘব করার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তারা নিজেদের এবং নিকটজনদের ক্ষতির দিকগুলো পরিহারের জন্যে জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে CwC এপ্রোচের দ্বি-মুখী যোগাযোগ, কমিউনিটির বিচক্ষণতার সুফল কাজে লাগাতে সাহায্য করে। তদুপরি, এটি কমিউনিটি থেকে ফিডব্যাক নিয়ে জরুরি সাড়া প্রদানের বিষয়টিকে সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে, কমিউনিটিতে যে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তা চাহিদাভিত্তিক এবং ফলপ্রসূ। লক্ষণীয় যে, ‘কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ (CwC)’ জবাবদিহিতামূলক এবং উচ্চ মানসম্পন্ন আবশ্যকীয় উপাদান প্রদান করতে সাহায্য করে, যা মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (CHS)- এর ৪ ও ৫ নং প্রতিশ্রুতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব প্রতিশ্রুতি এবং মাননির্ণায়ক অনুসারে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি তাদের আইনানুগ অধিকার সম্পর্কে সচেতন, তাদের তথ্য পাওয়ার এবং তারা যেসব সমস্যায় পড়েছে সেসবের সমাধানে সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ তাদের রয়েছে।<sup>৬</sup>

তদুপরি, বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের নিরাপদ ও অনুকূল সাড়াপ্রাপ্তির কর্মকৌশল গ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সে কারণেই CwC নিশ্চিত করে যে, তথ্যের চাহিদা ও কমিউনিটির সাথে বৃহত্তর সংলাপের উদ্যোগের বিষয়টি কর্মসূচিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং এর ফলে সেবা প্রদানকারী ও কমিউনিটির মধ্যে অধিকতর বিশ্বস্ততা এবং জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

<sup>৩</sup> OCHA on Message: Communications with Communities. <http://reliefweb.int/report/world/ocha-message-communicationscommunities>

<sup>৪</sup> Joint international Red cross and Red crescent movement paper on the grand bargain.

[http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201605/Grand\\_Bargain\\_RCMov\\_Paper-vf.pdf](http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201605/Grand_Bargain_RCMov_Paper-vf.pdf)

<sup>৫</sup> Practice Brief: Communicating with Communities during the First Six Weeks of an Emergency Response. <http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/3b8afbbf-d9de-4a0e-be3f-71bd36ef030f/attachedFile>

<sup>৬</sup> Core humanitarian standard on quality and accountability. <https://corehumanitarianstandard.org/>

## ২.২ মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়া প্রদানের জন্যে CWC কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানবিক কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা দ্রুত প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগের ভূমিকা ও গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।<sup>১</sup> তথ্য ও যোগাযোগ এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ত্রান বা সহায়তা আর CWC সেই নীতিমালার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

তথ্য ও যোগাযোগ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ তাদের নিজের এবং কমিউনিটির জন্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং সেই সাথে তারা দাতা সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে পারে না। যখন জনগণকে তাদের মতামত তুলে ধরা এবং ফিডব্যাক দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তখন তারা কিভাবে ভালো থাকবে সে বিষয়ে তাদের ধারণা বৃদ্ধি পায়, সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে আগের তুলনায় তারা বেশি সক্ষম হয়।<sup>৮</sup>

জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে CWC কে গুরুত্ব দিলে নিশ্চিত করবে যে - CWC:

- জীবন রক্ষা করে
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দাবি তুলে ধরে
- ত্রাণ প্রদানকারীদের জবাবদিহি করে
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থার মধ্যে সংলাপে সাহায্য করে
- কমিউনিটির জটিল অবস্থা বুঝতে এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাহায্য করে
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করে
- গুজব ও ভুল তথ্য পরিহারে সাহায্য করে
- মনোসামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে
- কমিউনিটির সক্ষমতা ও চাহিদা বুঝতে সহায়তা করে
- অংশীদারিত্ব তৈরী ও পরিচালনায় সাহায্য করে
- স্থানীয় কাজকে ক্ষমতায়িত করে
- সামাজিক অবকাঠামো, নেটওয়ার্ক এবং সম্পদের ব্যবহার বাড়িয়ে দেয় এবং শক্তিশালী করে।
- 

## ২.৩ কাদের জন্যে এই টুলকিট?

এই টুলকিটটি প্রাথমিকভাবে ‘সংযোগ’ সদস্যদের জন্যে। এছাড়াও রয়েছে -সরকারি সংস্থা, সাহায্য প্রদানকারী, মানবিক সম্প্রদায়, বেসরকারী অন্যান্য সাহায্য সংস্থা, কারিগরি সহায়ক দল এবং মানবিক যোগাযোগে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা। এছাড়াও যেকোনো মানবিক পেশাদার বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা যারা তাদের প্রকল্পে CWC-র সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্যে কাজ করছেন, তারাও এই টুলকিটটি ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

<sup>১</sup> Improving communication between aid agencies and crisis-affected people: Lessons from the infoaid project.

<http://odihpn.org/resources/improving-communication-between-aid-agencies-and-crisis-affected-people-lessons-from-the-infoaid-project/>

8 Practice Brief: Communicating with Communities during the First Six Weeks of an Emergency Response. <http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/3b8afbbf-d9de-4a0e-be3f-71bd36ef030f/attachedFile>



## ২.৪ কিভাবে এই টুলকিটটি আপনার কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে পারে?

এই টুলকিটটি জরুরি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে - এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে যে এটি -



দাতাগণও মানবিক কাজের জবাবদিহিতার জন্যে প্রধান CwC উপাদানগুলো নিশ্চিত করতে এই টুলকিটটি ব্যবহার করতে পারেন। কমিউনিটির সম্পৃক্ততা জোড়দার করতে, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে এবং কমিউনিটির মতামত জানার (ফিডব্যাক) প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে দাতাদের কি কি ধাপ অনুসরণ করবেন সে বিষয়ে সাহায্য করবে। মানবিক কর্মসূচি প্রণয়নকারী এবং পরিকল্পনাবিদগণও এই টুলকিটটি ব্যবহার করে তাদের জরুরি সেবা প্রদানের কাজগুলোকে CwC সংশ্লিষ্ট করতে পারবে।

## ৩. জরুরি সাড়া প্রদান চক্রে CwC -কে মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তি



চিত্র: জরুরি সাড়া প্রদান CwC চক্র

## ৩.১ চাহিদা নিরূপণ

Sphere standard অনুযায়ী মানবিক সাড়া প্রদানের কার্যক্রমটি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদার একটি মূল্যায়ন দিয়ে শুরু করা উচিত, যাতে এইসব চাহিদার ভিত্তিতে একটি অগ্রাধিকারমূলক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

দুর্যোগের ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে (চাহিদা) এবং তার কি প্রভাব পড়েছে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের টিকে থাকার জন্যে তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য রয়েছে কি-না সে বিষয়টিও নিরূপণ করে (ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা) এটা করা যেতে পারে।<sup>১৯</sup>

জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদা নিরূপণের সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হলো দ্রুত চাহিদা নিরূপণ (Rapid Assessment), যাতে দুর্যোগ-পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মৌলিক চাহিদা সংগ্রহ ও অগ্রাধিকারমূলক সাহায্য চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে একটি বিস্তারিত এবং ক্রমাগত চাহিদা নিরূপণের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্যে দীর্ঘমেয়াদী সহায়ক-পদ্ধতি চিহ্নিত করা যায়। বহুস্তরে কিংবা সংস্থার মধ্যে যেখানেই হোক না কেন যৌথভাবে চাহিদা নিরূপণ (Joint Needs Assessments) পদ্ধতি, বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে এখন ক্রমবর্ধমানভাবে ভালো উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।<sup>২০</sup>

### দুর্যোগের সময় যেসব চাহিদা দেখা দিতে পারে তার নমুনা নিম্নরূপ:

- সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য
- খাদ্য ও পুষ্টি
- আশ্রয়, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
- জীবিকা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা
- জরুরি সামগ্রী (খাদ্য নয় এমন সামগ্রী যেমন: কম্বল, পানির পাত্র )
- স্বাস্থ্য সেবা
- পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি
- মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা, শিশুদের সুরক্ষা ও জেডারভিত্তিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষা।

### চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে

চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে এরকম কিছু প্রধান উপাদান নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব উপাদান নিশ্চিত করবে যে, চাহিদা নিরূপণের ধাপে CwC অঙ্গীভূত করা হচ্ছে এবং কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডের মূল আদর্শমান (CHS) এবং মানবিক নীতিসমূহের সাথে সংহত রয়েছে।

- কমিউনিটির সাথে ভালো ও বিশ্বাসভাজন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে এবং সংগৃহীত তথ্যের মান উন্নত করতে চাহিদা নিরূপণ অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে হতে হবে। চাহিদা নিরূপণের কাজ

<sup>১৯</sup> The Sphere Handbook. <http://www.spherehandbook.org/>

<sup>২০</sup> Assessing Information & Communication Needs. <http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g>

শুরু করার পূর্বে কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে প্রক্রিয়া ও চাহিদার ব্যপারে সংগ্রহীত তথ্য সম্পর্কে কমিউনিটির মালিকানাধীন তৈরি করবে।

- প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্যে কমিউনিটির নেতৃত্বকে অনুরোধ জানাতে হবে। সম্ভব হলে চাহিদা নিরূপনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে কমিউনিটির সাথে আলোচনা করতে হবে এবং কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্যে পরামর্শ সভার আয়োজন করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত সকল উপাত্ত, উৎস ও যোগাযোগের তথ্যসহ রেকর্ড করতে হবে। এলাকার অন্যান্য সাহায্য প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করার বিষয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পুনরাবৃত্তি ও অনাবশ্যিক কার্যাবলী পরিহার করতে সাহায্য করবে।
- চাহিদা নিরূপনের সময় তথ্যের চাহিদার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্যে, ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির তথ্য ও যোগাযোগের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপাত্ত সংগ্রহ ও নিরূপণ করা প্রয়োজন। এতে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলো: বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস, যোগাযোগ চ্যানেলের সহজলভ্যতা, চাহিদাকৃত তথ্যের প্রকারভেদ, তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।
- সমন্বয়কারী সংস্থাগুলোকে অবশ্যই কমিউনিটি পর্যায়ে বিভ্রান্তি কমিয়ে আনার জন্যে একই বার্তা ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পর্কিত রিসোর্স:

CRA guide: <https://www.ffiec.gov/cra/guide.htm>

CDAC Network and ACAPS Needs Assessment tools: <http://www.cdacnetwork.org/i/20140721170540-7vd0o>

## ৩.২ কৌশলগত রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন

যেকোনো মানবিক সংকটে একাধিক সংস্থার সহায়তার জন্যে মানবিক কাজে সাড়া প্রদানের পরিকল্পনা (HRPs) গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এবং তা মানবিক চাহিদা নিরূপনের ওপর ভিত্তি করে হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টাস্ক টিম (HCTT) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এটি প্রমাণভিত্তিক এবং সংকটের বিশালত্ব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানবিক চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে। এ সকল চাহিদা HRP-তে কৌশলগত উদ্দেশ্য অবহিত করে। বিভিন্ন দলবদ্ধ পরিকল্পনা এইসব কৌশলগত উদ্দেশ্য থেকে প্রণয়ন করা হয়।<sup>১১</sup>

রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপে CwC অঙ্গীভূত করা হলে তা-

- অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ পন্থায় কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে;
- নিশ্চিত করবে যে, CwC কার্যাবলী কর্মসূচি পরিকল্পনা, বাজেট ও সূচকের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি কর্মসূচির পরবর্তী ধাপে CwC যেন আলাদা না হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

পরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং সময়সীমা (এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাজেট) কমিউনিটির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে করা উচিত।

<sup>১১</sup> Strategic response planning: Overview. <https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning>

নিচের তালিকায় CwC -কে প্রকল্পের কৌশলগত রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ধাপে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে এবং CwC এপ্রোচ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান এবং রূপরেখা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত করার বিষয়টি বিবেচনা করার কিছু মূল উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, কর্মসূচিতে কমিউনিটির চাহিদা আরও ভালোভাবে পূরণ করা এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি-হ্রাসের ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃস্থানীয় আসনে রয়েছে। বহুল প্রত্যাশিত আইনগত ব্যবস্থা- দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সালে পাশ হয়, বিদ্যমান দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলী একত্রীভূত করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার, নতুন প্রতিষ্ঠানের কথা বিবেচনা, যথাযথ কর্মকৌশল গ্রহণ এবং দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আইনের আওতায় বাধ্যতামূলক করে। এই আইনের পূর্বে, দুর্যোগ বিষয়ে বলবৎ নির্দেশাবলী (SOD) ২০১০ সালে প্রণীত হয়। দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড বিষয়ে আন্তঃসম্পর্কের কথা বিবেচনায় এনে এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে- প্রথমত, মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দ্বিতীয়ত, সকল পর্যায়ে কমিটি গঠন।

### কৌশলগত রূপরেখা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রধান উপাদান:

- এটি চাহিদা প্রণয়নের ওপর ভিত্তি করে এবং অতীতের কর্মসূচির অভিজ্ঞতা নিয়ে, বিশেষ করে পূর্বের কমিউনিটি সম্বন্ধি জরিপ বা উপলব্ধি-জরিপ এবং এ খাতের শ্রেষ্ঠ চর্চার ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হবে।
- CwC সূচকসমূহ কর্মসূচির লগফ্রেম বা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সূচকসমূহ হতে হবে সাফল্য সম্পর্কে কমিউনিটির উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে।
- কারা সাহায্য পাবে তার মানদণ্ড সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা কমিউনিটির সাথে আলোচনা করে এবং অবগত করে করতে হবে।
- ভুল বোঝাবুঝি পরিহারের জন্য কারা কারা সহায়তা পাবে না তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই মানদণ্ডও নির্ধারণ করতে হবে কমিউনিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে।
- কর্মসূচি পরিকল্পনায় phase out কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর ফলে কমিউনিটির জনগণের প্রতি সন্মান প্রদর্শিত হবে, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, বাধামুক্ত প্রস্থান এবং কর্মসূচি চলাকালে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বাড়বে।
- দুর্যোগ-কবলিত জনগণ যাতে প্রশ্ন করতে ও প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক দিতে পারে সেজন্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ কার্যপদ্ধতির একটি রূপরেখা প্রণয়ন।
- স্থানীয় কমিউনিটিতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে নিয়ে অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বে অর্থাৎ পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে তথ্য বিনিময় সভা করা।

## CwC-র উদ্দেশ্য এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ণয়

CwC -র কর্মকান্ড এবং এপ্রোচ যা নিশ্চিত করবে তা হলো-

- তথ্য দিয়ে সাহায্য করার কর্মকান্ড, আচরণগত পরিবর্তন এবং প্রমানভিত্তিক এডভোকেসি অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচিকে সহায়তা,
- কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ শক্তিশালী করা;

সামগ্রিক কর্মসূচির মতোই, কমিউনিটির সাথে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে CwC-র উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমগুলি গড়ে তুলতে হবে। CwC-র উদ্দেশ্য উন্নয়নে নিচে বর্ণিত দুটি প্রশ্ন গাইড করতে পারে:

ক) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কারা?

খ) তাদের কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন?

*Adapted from: ICRC CEA guide (2016)*

## কমিউনিটির প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাকের) জন্যে পরিকল্পনা

কোন কাজগুলো ভালো, কোনগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে তা বিচার করতে এবং কোনো সমস্যা তীব্রতর হওয়ার পূর্বেই চিহ্নিত করার জন্যে কমিউনিটি প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) কর্মপদ্ধতি এইধাপে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) ও অভিযোগসমূহের সম্মানজনক উপায়ে ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটির সাথে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করে।

## প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) লোপ (loop)

কমিউনিটির প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে ফিডব্যাক ও অভিযোগ গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং কাজ করা প্রয়োজন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর কোন একটি ধাপ যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণভাবে কাজ করে না।

## উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্যে সঠিক চ্যানেল বেছে নেওয়া:

**অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চ্যানেল:** উদাহরণস্বরূপ, জানতে হবে যে, কোন চ্যানেলের মাধ্যমে কমিউনিটির জনগণ তথ্য পেতে চায়।

**স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য:** উদাহরণস্বরূপ, শুধু টেলিভিশন চ্যানেলই ব্যবহার করুন, যদি জনগণের তা দেখার সুযোগ থাকে।

**বিশ্বাসযোগ্য:** যে টিভি বা রেডিও চ্যানেলে কমিউনিটির সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে সেই চ্যানেল ব্যবহার করুন।

ব্যবহারযোগ্য: সাক্ষরতার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং সাক্ষরতার হার কম হলে মুদ্রণ সামগ্রী (printing materials) পরিহার করুন।

একের অধিক চ্যানেল ব্যবহার করুন: জনগণ তথ্যের জন্যে বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহার করে থাকে, তাই একটিমাত্র চ্যানেলেই কমিউনিটির সবাইকে তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে না। তদুপরি, জনগণ যদি একাধিক উৎস থেকে তথ্য পায়, তাহলে তারা তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারার এবং কাজে লাগানোর সম্ভাবনা থাকে।

কাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে: নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রধান চ্যানেলগুলো ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই নারী ও শিশুদের জন্যে অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

নমনীয়তা: সমগ্র কর্মসূচি জুড়ে চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন যোগাযোগের এপ্রোচসমূহ গ্রহণ করে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং কমিউনিটির প্রতিক্রিয়ায় (ফিডব্যাকের) সাড়া দিতে হবে।

অবশেষে, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য সংস্থাও কমিউনিটির জন্য কাজ করবে। সুতরাং দ্বৈততা পরিহারের জন্যে একটি চমৎকার পদ্ধতি হলো, তাদের পরিকল্পনাসমূহ মিলিয়ে দেখা।

## সময়সীমা ও বাজেট

বাস্তবসম্মত বাজেট তৈরি ও সময়সীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট CwC কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে থাকবে, কতদিন ধরে কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে এবং কার্যক্রম প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে কত সময় লাগবে। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, CwC কার্যক্রম সবসময়ই এককভাবে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগে না-ও হতে পারে বরং নিয়মিত কর্মসূচির অঙ্গীভূত থাকতে পারে। সুতরাং, যদি এইসব কর্মকান্ড নির্দিষ্ট সময়সীমা ও বাজেটের মধ্যে করা যায়, তাহলে প্রোগ্রাম ম্যানেজারগণ CwC কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ফলোআপ করতে সক্ষম হবেন। ফলে তা CwC কর্মকান্ডের সংহতি বা মূলধারায় যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

**প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) ও অভিযোগ পদ্ধতি নির্ধারণে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে:**

- ব্যবস্থাপক, কর্মচারি এবং সংস্থার সকলের সমর্থন অর্জন করুন যাতে তা সংস্থার একটি রীতিতে পরিণত হয়।
- এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন এবং কারা এটি ব্যবহার করবেন উল্লেখ করুন।
- রূপরেখা প্রণয়নের ধাপে কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করুন।
- সিদ্ধান্ত নিন কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
- আগেই পরিকল্পনা করুন, কি রকম গুরুতর বা স্পর্শকাতর অভিযোগ মোকাবেলা করতে হতে পারে (যেমন: অপব্যবহার বা দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত)।
- অংশীদার এবং দাতাদের সাথে প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) ও অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্যে একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করুন।

- সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ফিডব্যাক পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।
- সিদ্ধান্ত নিন, কিভাবে কমিউনিটিকে তাদের দেয়া প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাকের ফলে পরিবর্তনের বিষয়টির ব্যপারে অবগত করা হবে।
- কমিউনিটিতে প্রস্তাবিত ফিডব্যাক পদ্ধতির ওপর আগেভাগেই আলোচনা করুন।
- পদ্ধতিটি সম্পর্কে কমিউনিটিতে স্পষ্টভাবে প্রচার করুন।

### ৩.৩ সম্পদ সংগ্রহ (Resource Mobilization)

সম্পদ সংগ্রহ হচ্ছে তৃতীয় ধাপ, কিন্তু এটি সমগ্র মানবিক কর্মসূচি চক্রব্যাপী (HPC) ক্রিয়াশীল।<sup>১২</sup> এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে সম্পদ প্রদানকারীদের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা হয়। অতএব, এটি এমন সব ক্রিয়াকলাপগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে যা বিদ্যমান সম্পদের আরও ভালো ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি CWC-র দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সম্পদ সংগ্রহের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যথার্থতা এবং কার্যকারিতার উন্নয়ন সম্ভব। মানবিক কাজে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে CWC দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতি আলোকপাত করে। এগুলো হলো: জরুরি সাড়া প্রদান কর্মসূচির ক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কথা বলার অধিকার ও তাদের তথ্যচাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা। সুতরাং, এসব উপাদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

**সম্পদ সংগ্রহকালে যেসব প্রধান উপাদান বিবেচনায় আনতে হবে:**

- সম্পদ-বরাদ্দ হতে হবে চাহিদা ভিত্তিক।
- চাহিদা-নিরূপণ ধাপে সংগৃহীত ফলাফলগুলো মোকাবেলা করার জন্যে দাতা-সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে। অন্য কথায়, মানবিক সংস্থাগুলোকে তথ্য ও যোগাযোগ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরও নমনীয় হওয়ার জন্যে দাতা সংস্থাকে এডভোকেসি করা।
- সম্পদ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিউনিটির তথ্যের চাহিদা পূরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় হওয়া উচিত। সে কারণে দাতা সংস্থারও উচিত, অন্যান্য মানবিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সাপেক্ষে তাদের সম্পদ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা।
- সংস্থাগুলোকে অবশ্যই তাদের কর্মীদের এবং অংশীদারদের কর্মীদের সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে জরুরি সাড়া প্রদানের সময় মানব-সম্পদকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়।
- যদি মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, তবে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের জন্যে পূর্বেই তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- সকল মানবিক কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ করছেন, তাদের যৌথ সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্যে ফলপ্রসূ সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেজন্যে CWC-র পরিপ্রেক্ষিতে, সমন্বয় বৃদ্ধি করাকে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

<sup>১২</sup> <https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space>

- যোগাযোগের জন্যে মিডিয়া ও স্থানীয় চ্যানেলসমূহ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইভাবে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান রাখতে হবে। এজন্যে মানবিক সংস্থাগুলো ‘সংযোগ’ পরিচালিত বার্তা লাইব্রেরির সহায়তা নিতে পারে।
- জরুরি অবস্থায় স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন সম্পদ ও স্বেচ্ছাসেবীরাই হচ্ছে জরুরি সম্পদ। স্থানীয়ভাবে সম্পদ-সংগ্রহ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে এবং আশা করা হয় যে, মানবিক সংস্থাগুলোর জন্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।<sup>১৭</sup> স্থানীয় যেকোনো অবদান যা, কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে, তাকে স্থানীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়। সেজন্যেই সম্পদ সংগ্রহকালে স্থানীয় সম্পদ যেমন- স্বেচ্ছাসেবী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় শিক্ষার্থী, ফ্যাসিলিটিটর, কমিউনিটির বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং স্থানীয় যেকোনো জনসেবামূলক কার্যক্রমকে বিবেচনায় আনতে হবে। স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে অনেক সুবিধা লাভ করা যায়; এর মধ্যে একটি হলো, এটি কমিউনিটির জনগণের মাঝে মালিকানাভোধ জাগ্রত করবে এবং তা কমিউনিটির নিশ্চিত উন্নয়নে অবদান রাখবে। এটি কমিউনিটির জনগণ এবং মানবিক সংস্থার মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাবে এবং ভবিষ্যতে সমর্থন নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সমর্থন অব্যাহত থাকায় এটি সামগ্রিক প্রকল্পকে টেকসই করতে সহায়তা করবে।<sup>১৮</sup>

### ৩.৪ বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন ধাপে CWC অঙ্গীভূত করা হলে তা- স্বচ্ছতার সাথে এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে কর্মসূচিকে সহায়তা করবে এবং কর্মকান্ডের ওপর প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) এবং কর্মসূচির অগ্রগতির ওপর হালনাগাদ তথ্য প্রদান করবে। CWC কর্মকান্ড কর্মসূচিকে তার নির্ধারিত ফলাফল অর্জন এবং কমিউনিটির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতেও সাহায্য করে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশ তার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতিমালা ও কর্মসূচির সাথে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আসনে রয়েছে

Source: Policies & institutional development of disaster management.  
<http://cri.org.bd/2014/08/14/policy-institutional-development-of-disaster-management/>

<sup>১৭</sup> Challenges Facing Local NGOs in Resource Mobilization. Humanities and Social Sciences. <http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.hss.20140203.12.pdf>

<sup>১৮</sup> Participant's Manual: Local Resource Mobilization and Social Entrepreneurship. <http://thestewardsjourney.com/wp-content/uploads/2014/12/LocalResourceMobilisationManual.pdf>



## বাস্তবায়নকালে যেসব মূল উপাদান বিবেচনায় আনতে হবে:

**সক্ষমতা বৃদ্ধি (capacity building):** কর্মসূচি বাস্তবায়নে পূর্বে CwC কর্মকাণ্ড যথার্থভাবে সম্পাদনের জন্যে কর্মচারি ও সেচ্ছাসেবকদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। ন্যূনপক্ষে, কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সকলের CwC কর্মকাণ্ডের ওপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যাতে তারা বুঝতে পারেন, আমাদের টার্গেট কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

**পূর্ব-সতর্কতা পদ্ধতি (early warning systems):** একটি কার্যকর পূর্ব-সতর্কতা পদ্ধতির জন্যে বর্তমানে অসংখ্য মডেল রয়েছে। ভালো ফলাফলের জন্যে এসব পূর্ব-সতর্কতা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভরযোগ্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে পূর্ব-সতর্কতা পদ্ধতির ওপর আলোচনা করার জন্যে পরামর্শ প্রদান করা, যাতে টার্গেট কমিউনিটির জন্যে যথাযথ পূর্ব-সতর্কতা পদ্ধতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

**জরুরি অবস্থা (emergency):** জীবন রক্ষামূলক সহায়তার প্রভাব তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন জনগণকে নিয়মিতভাবে আত্মনির্ভরমূলক তথ্য প্রদান করা হয়, এবং এমন পদ্ধতি থাকে যা সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে কমিউনিটির ফিডব্যাক সংহত করে।

**দ্রুত পুনরুদ্ধার (early recovery):** কমিউনিটির তথ্য অধিকার পূরণের জন্যে তাদেরকে দুর্যোগকালীন বিরতিহীন প্রস্তুতি, সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার ধাপে তাদের অধিকার, ন্যায্য সেবাসহ প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে জানাতে হবে।

**মনিটরিং, ফিডব্যাক এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কর্মকাণ্ড বিন্যস্ত করা:** কর্মসূচির কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে কমিউনিটির ফিডব্যাক ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- CwC কর্মকাণ্ড সঙ্গতিপূর্ণ করা, যেমন: সামাজিক ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ বার্তাসমূহ, রেডিও ক্যাম্পেইন, ফিডব্যাকের জন্যে ব্যবহৃত চ্যানেল কিংবা কমিউনিটি এবং মনিটরিং উপাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এডভোকেসি কৌশল।

**অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন:** দলগত/বিষয়ভিত্তিক সভার জন্যে অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করা জরুরি। নেটওয়ার্কের মধ্যে অবস্থানরত সহকর্মীগণ স্বাভাবিকভাবেই এইসব দলগত/বিষয়ভিত্তিক সভায় উপস্থিত থাকবেন। এইসব সভার ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি, যেহেতু তা CwC কর্মকাণ্ড প্রয়োগের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং সম্ভব হলে সহযোগিতামূলক এপ্রোচ গ্রহণ করবে।

**মিডিয়ার সাথে কাজ করা:** দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভোগান্তি লাঘবে কমিউনিটিতে কার্যকর তথ্য প্রদানের জন্যে যথার্থ মিডিয়া ও চ্যানেল চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মিডিয়া এজেন্সিগুলোকে বরং উৎসাহিত করতে হবে কমিউনিটি সম্পর্কে কোনো তথ্য না দিয়ে কমিউনিটির জন্যে তথ্য দেয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে।

**প্রত্যাহার:** পরামর্শের জন্যে প্রয়োজনীয় সময়সীমা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কমিউনিটির জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা কর্মসূচির শেষে কি ঘটবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে অগ্রীম নোটিশ প্রদান করা উচিত, যাতে জনগণ প্রস্তুতি গ্রহণ ও মানিয়ে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পায়। বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্যেও একটি পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক ও জরুরী তথ্য স্পষ্টভাবে, সততার সাথে এবং এমনভাবে প্রদান করা উচিত যেন কমিউনিটির জনগণ তা বুঝতে পারে। কমিউনিটির সাথে আলোচনা করে তাদের ভবিষ্যতের যা করণীয় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কমিউনিটির সাথে একটি সমাপনী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলে তা কর্মসূচির প্রত্যাহার ধাপের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর উদাহরণ হতে পারে।

সাফল্য গাঁথা এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনগুলো ডকুমেন্টেশন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা: মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বাস্তবায়ন অংশীদার ও কর্মীদেরকে কেস-স্টাডি, সাফল্য গাঁথা এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনগুলো ডকুমেন্টেশন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করতে হবে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন: রূপরেখা প্রণয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংস্থার সহনীয়তা বৃদ্ধি করবে।

### ৩.৫ মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন (MEL):

মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা এমন একটি ডকুমেন্ট যা একটি কর্মসূচির ফলাফল চিহ্নিত ও নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল জরুরি অবস্থায় যেখানে লাগসই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, সেখানে মনিটরিং ও উপাত্তের বিষয়ে মনোযোগ প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্থায়ী অন্তর্ভুক্তিকরণ: উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অঙ্গীকার কয়েক দশক পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। বিপর্যয়ের নানান জটিলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের কারণে দ্রুত সংকট-উত্তরণের কোনো পথ নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে কমিউনিটির নিজস্ব সহায়তার গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করে। অঙ্গীকার তখনই অধিক কার্যকর হয় যখন তা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সিভিল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিস্তৃত হয়।

মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে মূল উপাদানগুলো বিবেচনা করতে হবে:

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে কমিউনিটিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্তের বৈধতা প্রদান ও বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রচারে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে কর্মসূচির প্রভাব নিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং মূল্যায়নের ফলাফল যাচাই এবং আলোচনা করতে হবে।

রেকর্ড কিপিং: কর্মসূচির অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে CWC-র কর্মকাণ্ডের প্রভাব রেকর্ড করতে হবে, যেহেতু এগুলো কর্মসূচির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ডকুমেন্টেশন: প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) ও অভিযোগ পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিটির জনগণ ডকুমেন্টেশনের জন্যে একটি আলাদা সেকশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমিউনিটির ফিডব্যাকের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ বা পরিবর্তনের বিষয়টিও ডকুমেন্টেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকৃত অর্থে, এই ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে দ্বি-মুখী যোগাযোগের অনুকূল প্রভাব এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (CHS) অনুযায়ী তথ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। এটা তাদেরকে ভবিষ্যতে CWC-র ক্ষেত্রে আরও ভালো পদক্ষেপ গ্রহণে এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মূলধারায় যুক্ত হতেও সাহায্য করে।

**মূল্যায়ন:** মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি সভা, ফোকাস-গ্রুপ বা পুঞ্জানুপুঞ্জ আলোচনার মাধ্যমে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করুন। নিশ্চিত করুন যে, মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কমিউনিটির বিভিন্ন অংশ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হয়েছে।

**উপাত্ত যাচাই এবং আলোচনা করা:** মূল্যায়নের বৈধতার জন্যে এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, কমিউনিটির সাথে মূল্যায়নের উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করা। কমিউনিটির সদস্যরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অধিক সময় নিলেও এটি একটি ভালো চর্চা হিসেবে নিশ্চিত করে যে, তারা মূল্যায়নের ফলাফল জানতে পেরেছে। এটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যেতে পারে- একটি সাধারণ কমিউনিটি সভার মাধ্যমে, নোটিশ বোর্ডে পোস্টার লাগিয়ে কিংবা কর্মশালার মাধ্যমে।

**মিডিয়ার ভূমিকা:** মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তথ্যসমূহ মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে কি-না। কোনো পরস্পরবিরোধি তথ্য মিডিয়াতে প্রচার করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানাতে হবে এবং উপযুক্ত তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে (অর্থাৎ ‘ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্যে তথ্য’, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে তথ্য নয়)। তদুপরি, কমিউনিটির ভোগান্তি সম্পর্কে মানবিক সংস্থা অবগত নয়, এমন কোনো তথ্য মিডিয়া কর্তৃক প্রচার করা হলে, তা নোট করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ভালো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

### ৩.৬ CwC মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্যে চেকলিষ্ট

১. CwC অঙ্গীভূত করার মৌলিক জ্ঞান		
প্রশ্নসমূহ	হ্যাঁ	না
ক) আপনি কি জানেন CwC কি?		
যদি না জানেন, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক টুলকিটের সেকশন ২.১, পৃষ্ঠা নং ৫ দেখুন।		
খ) আপনি কি প্রধান মানবিক মাপকাঠি (CHS) এবং মানবিক নীতিমালা সম্পর্কে জানেন? যদি না জানেন, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক পৃষ্ঠা নং ২৩ দেখুন অথবা টুলকিটের পরিশিষ্ট সেকশন দেখুন।		
২. চাহিদা নিরূপণকালে CwC -র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি		
ক) আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাছে তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা যেমন- নিরাপদ খাবার পানি, খাদ্য ও আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন?		
খ) আপনি কি কোনো উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন জানার জন্যে যে, তথ্যের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জনগণ কোন কোন যোগাযোগ চ্যানেলকে অগ্রাধিকার দেয়? (নমুনা প্রশ্নমালা: CDAC নেটওয়ার্কের চাহিদা নিরূপণ সামগ্রী)। যোগাযোগের জন্যে প্রধান চ্যানেলসমূহ কি কি?		
গ) আপনি কি বিভিন্ন গ্রুপের জনগণকে - বিকলাঙ্গ নারী, কিশোর-কিশোরী, শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক জনগোষ্ঠী ইত্যাদিসহ তাদের চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন? তাদের এ বিষয়ে অধিক কি জানার আছে?		
ঘ) আপনি কি চাহিদা নিরূপণকালে মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (CHS) এবং মানবিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করেছেন?		
৩. কৌশলগত রূপরেখা ও পরিকল্পনা প্রণয়নকালে CwC -র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি		
ক) আপনি কি জরুরি সাড়া প্রদানের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করেছেন? তথ্যের কোন্ উৎসগুলো জনগণ বেশি বিশ্বাস করেন?		
খ) আপনি দাতা সংস্থার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? (প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিন)		
গ) আপনি কি জরুরি প্রস্তুতিকালে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের জন্যে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন? আপনি কি তাদের প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত করেছেন?		
ঘ) আপনি কি CwC -র ওপর কোনো অপ্রধান উপাত্ত রিভিউ পরিচালনা করেছেন (লিটারেচার রিভিউ)?		
ঙ) আপনি কি নিশ্চিত হয়েছেন যে, সংগৃহীত সকল উপাত্ত বয়স, লিঙ্গ, অক্ষমতার ভিত্তিতে বিভাজন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে?		
চ) আপনি কি কৌশলগত রূপরেখা ও পরিকল্পনা প্রণয়নকালে মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (CHS) এবং মানবিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করেছেন?		
ঙ) আপনি কি CwC -র অঙ্গীভূতকরণে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হস্তক্ষেপগুলো (interventions) চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করেছেন?		
চ) আপনি কি কমিউনিটিকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সেবাগ্রহীতা নির্বাচনের মানদণ্ড সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন? চাহিদা নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে আপনি কি একটি দ্বি-মুখী যোগাযোগ কৌশলের ডিজাইন তৈরি করেছেন?		

8. সম্পদ সংগ্রহ ধাপে CwC -র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি		
ক) আপনার ফিল্ড টিম কি CwC সম্পর্কে অবহিত? আপনি কি আপনার প্রকল্পের প্রাথমিক সেবাপ্রার্থীদের চিহ্নিত করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রকল্পটি প্রয়োজনের সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে এসবের বেশিরভাগই মেটাতে সক্ষম হবে?		
খ) বাস্তবায়ন অংশীদার বা সংযোগ সদস্যসহ সরকারি ও কার্যক্রমের কর্মীদের চাহিদা বিশেষ করে CwC সম্পদ, সমর্থন ও প্রশিক্ষণের চাহিদা চিহ্নিত করতে পেরেছেন যাতে এসব ক্ষেত্রে তারা সাড়া দিতে পারে ?		
গ) আপনি কি CwC কর্মকাণ্ডের জন্যে দক্ষ জনশক্তি, অর্থ ও উপকরণ বরাদ্দ করেছেন ?		
৫. বাস্তবায়ন ধাপে CwC -র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি		
ক) আপনি কি প্রকল্পের মূলধারায় CwC -কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ফিডব্যাক এবং সাড়া প্রদানের কৌশল প্রণয়ন করেছেন, যাতে সকল সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে CwC অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং CwC-ও ফোকাল পয়েন্ট বা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হয় ।		
খ) আপনি কি প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে এবং জরুরি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে CwC -কে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগসমূহ চিহ্নিত করতে কোনো ম্যাপিং চর্চা পরিচালনা করেছেন, এবং এসব মোকাবেলার জন্যে কোনো CwC কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করেছেন?		
গ) আপনি কি নিরূপণ করেছেন যে প্রকল্পের কাজে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলে, মেয়ে, পুরুষ, মহিলা এবং জনগণের উপস্থিতি এবং সবাই যাতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে ।		
ঘ) আপনি কি বাস্তবায়নকালে মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (CHS) এবং মানবিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করেছেন ?		
৬. মনিটর, মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ধাপে CwC -র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি		
ক) আপনি কি কোনো দ্বি-মুখী যোগাযোগ পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, যাতে মনিটর ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?		
খ) আপনি কি স্টেকহোল্ডারদের সেবা গ্রহণ, অংশগ্রহণ বা উপকার পাওয়ার ক্ষেত্রে জেডার বৈষম্য চিহ্নিত করতে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন?		
গ) আপনি কি তদন্ত করেছেন বা মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন যে, সেবা গ্রহণ, অংশগ্রহণ বা উপকার পাওয়ার ক্ষেত্রে জেডার/অন্তর্ভুক্তি বৈষম্য কেন হচ্ছে ?		
ঘ) আপনি কি CwC-র ক্ষেত্রে মনিটরিং ফলাফলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে কোনো সংশোধনকারী ব্যবস্থা নিয়েছেন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ?		
ঙ) আপনি কি সহনীয়তা নিশ্চিত করার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাছে Role transformation process ব্যাখ্যা করেছেন?		
চ) আপনি কি জেডার ও অন্তর্ভুক্তির (inclusion) বিষয়গুলো অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন?		

## 8. উপসংহার

এই গাইডটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো, জরুরি প্রয়োজনে মানবিক কাজে সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ ও দ্রুত পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনার জন্যে যোগাযোগ যে একটি অপরিহার্য উপাদান তা প্রদর্শন করা । দ্বি-মুখী যোগাযোগ কমিউনিটিতে সঠিক তথ্য প্রদান করে এবং তাদের ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করে, যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্যে

অপেক্ষাকৃত একটি ভালো হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং পক্ষান্তরে সাহায্য প্রদানকারীদের জন্যে জবাবদিহিতাও প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র গাইড জুড়ে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বর্তমান পন্থায়- কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ CWC এপ্রোচ ব্যবহার করে, অবিরাম, যথার্থ এবং সময়ানুগ যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে মানবিক সাড়া বৃদ্ধি করা। দ্বি-মুখী যোগাযোগ পদ্ধতি জরুরি দুর্যোগ বা দ্রুত পুনর্বাসনের সকল পর্যায়ে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খুব জটিল বিষয়।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের মান উন্নয়নে, তাদের প্রত্যাশা পূরণে এবং পরিণামস্বরূপ, সাহায্য কর্মসূচি এবং মানবিক কাজে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্যে কমিউনিটি থেকে ফিডব্যাক পাওয়া অপরিহার্য।

ফিডব্যাক সংগ্রহের বিশেষ পদ্ধতি যোগাযোগ কৌশলের রূপরেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এটা নিশ্চিত করতে যে, জনগণের বক্তব্য শোনা হয়েছে এবং মানবিক কাজে ও অভিপ্রেত সেবা গ্রহীতাদের চাহিদা আনুযায়ী সাড়া প্রদানে সক্ষম কণ্ঠে তোলা হয়েছে।

পর্যাপ্ত দ্বি-মুখী যোগাযোগ পরিণামে সাহায্য কর্মসূচির দক্ষতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করবে এবং সেইসাথে সাহায্য সংস্থা ও অংশীদারদের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

## পরিশিষ্ট

জরুরি সাড়া প্রদানে CWC-র মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি: এডভোকেসির জন্যে পরামর্শ

- কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ করে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণসহ প্রধান স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রগতি ও উৎসাহিত করার জন্যে গোলটেবিল আলোচনা ও সংলাপের আয়োজন করুন।
- সাহায্য প্রদানের কৌশল হিসেবে প্রকল্প প্রস্তাবনায় CWC অঙ্গীভূত করার জন্যে দাতা সংস্থাকে প্রস্তাব দিন।
- কার্যকর পুনর্বাসনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে CWC কিভাবে ত্রাণ-প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, সে বিষয়ে প্রমাণভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করুন (অডিও-ভিজুয়াল)।
- সরকারি নীতিমালায় CWC অঙ্গীভূত করার জন্যে এডভোকেসি করুন।
- সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত JNA-তে যোগাযোগ চাহিদা নিরূপণ অন্তর্ভুক্ত করুন।
- কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন যাতে তারা তাদের চাহিদার কথা বলতে পারেন।
- CWC-র বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে (সভা, কর্মশালা এবং পরামর্শ সভায়) নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সংবেদনশীল করুন।
- CWC বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের জন্যে মিডিয়াকে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং প্রচলিত) অন্তর্ভুক্ত করুন।
- CWC-র ঘটনা প্রবাহে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কার্যকর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করুন, যাতে তারা CWC-র এজেন্ডাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

- নিশ্চিত হোন যে, সকল জরুরি সাড়া প্রদান বিষয়ক সভা ও আলোচনায় CWC একটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

### মূল বার্তা এবং বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

মূল বার্তা এবং বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন প্রণয়ন করুন। মূল বার্তার উন্নয়ন বলতে লিফলেট বা পোস্টারের জন্যে শুধু বার্তা লেখাই বোঝায় না, বরং এর পরিসর অনেক বেশি। কমিউনিটির সাথে আমরা যা আলোচনা করতে চাই, তার সার্বিক চিত্র থাকবে এইসব বার্তায় এবং তা কর্মসূচির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

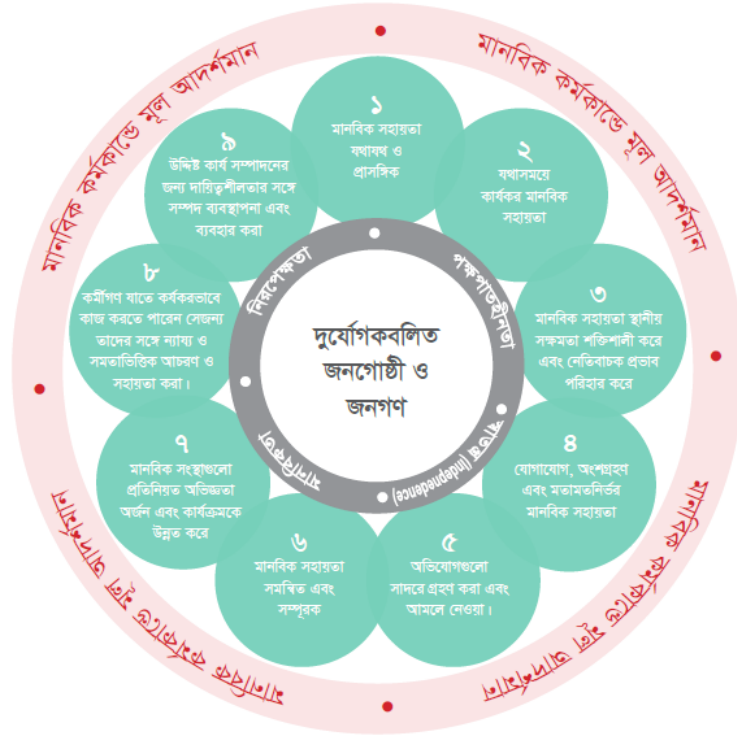
কমিউনিটির সাথে যেসব তথ্য আদান-প্রদান করা হয়, তার সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় তখনই, যখন তা সময়ানুগ, প্রাসঙ্গিক এবং নিখুঁত হয় এবং তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর শ্রেণীভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়। জনসমক্ষে তথ্য প্রচার করার পূর্বে এ সম্পর্কে কর্মচারি এবং সেচ্ছাসেবীদের সাথে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে প্রত্যেকে সঙ্গতিপূর্ণ বার্তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। তদুপরি তথ্যসমূহের গুণগতমান বিষয়ে কমিউনিটির সদস্য ও সেচ্ছাসেবীদের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা বার্তার বিষয় ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

### FAQ ডকুমেন্টের খসড়া প্রণয়নের জন্যে গাইডলাইন

- দ্রুত পরিবর্তন প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করে।
- সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- ডকুমেন্টটির অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট লে-আউট থাকতে হবে।
- ডকুমেন্টটিতে অবশ্যই নির্ভুল তথ্য থাকতে হবে।
- ডকুমেন্টে যোগাযোগ করার যে নম্বর রয়েছে তা অবশ্যই হালনাগাদ হতে হবে।

### গুরুত্বপূর্ণ মূল মানবিক আদর্শমান মানদণ্ড কি?

বৈশিষ্ট্য ও জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মানদণ্ডে ৯টি প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি যারা মানবিক কাজে সাড়া প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা প্রদেয় সাহায্যের মান ও কার্যকারিতার উন্নতিতে ব্যবহার করতে পারেন। এটি সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি ও জনগণের কাছে অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। মানবিক সংস্থাগুলো কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা জেনে ঐ সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হবে।



এটি মানবিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে দাতা-কর্মীদের ন্যূনতম মান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যাতে রয়েছে - প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি বর্ণনা, পরিমাণগত সূচক যা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে- এসব মেটানো হয়েছে কি-না। এবং গাইডেন্স নোট -কমিউনিটির সাথে কিভাবে সংস্থাগুলোকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও আশ্রয়- এই প্রধান ৪টি সেক্টরে কাজ করতে হবে।

#### কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ - বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা:

- ব্যাপক ভূমিধ্বসের মধ্য দিয়ে মে ২০১৩ সালে শুরু হলে, পূর্ব-গৃহীত উদ্যোগ আমাদেরকে আলোকপাত করে যে, কিভাবে যোগাযোগ- SMS- পূর্ব-সতর্কীকরণে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল, যার ফলে দশ লাখেরও বেশি মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।
- ১৩৭টি সাধারণ বার্তার লাইব্রেরি, যাতে রয়েছে-ঝুঁকি হ্রাসের জন্যে যোগাযোগ, প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানের বিষয়টির খসড়া প্রস্তুত এবং সরকার, UN এজেন্সী ও INGO মানবিক কমিউনিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- তিনটি উপভাষায় রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসেবামূলক ঘোষণা প্রচার করায়, কমিউনিটির জনগণ সাইক্লোন 'মহসিন' শুরু হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্যে BBC Media Action এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল।
- কমিউনিটি রেডিও স্টেশন 'লোক বেতার' এবং 'কৃষি রেডিও', 'ঘুরে দাঁড়াই' নামে একটি অনুষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করেছিল। এটি তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই সর্বমোট ২২৮ মিনিট প্রচার করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শোভাগণ জানিয়েছিলেন যে, অনুষ্ঠানটি শোনার ফলে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে



জ্ঞান বৃদ্ধি, গৃহীত কর্মসূচির প্রতি সমর্থন এবং অন্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে ও উৎসাহ দিতে সক্ষম করে তুলেছিল।

- টিভি সিরিজ ‘আমরা পারি’ ২০১৪ সালের গ্রীষ্মে বিটিভি-তে প্রচারিত হওয়ার পর তা ১৫.৮ মিলিয়ন দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি জনগণকে একসাথে কাজ করতে এবং দুর্যোগকালে ভালো প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ প্রদান করেছিল।
- সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটি’ (CCP) একটি সার্থক উদ্যোগ, যেখানে ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রায় ৭৭ শতাংশের (২৮ মিলিয়নের বেশি) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনলাইনে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে সফল যোগাযোগের লক্ষ্যে ৪০টি সংস্থার ৮৯ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি BBC Media Action পরিচালিত লাইফ-লাইন যোগাযোগের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
- বর্তমানে বাংলাদেশে ১৪টি কমিউনিটি রেডিও রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ৪.৬ মিলিয়ন মানুষ এইসব রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শোনেন। তদুপরি, আরও ১৮টি রেডিও স্টেশন শীঘ্রই চালু হবে।

তথ্যসূত্র: UN-OCHA Bangladesh, BBC Media Action.

SHONGJOG Multi-stakeholder Platform (MSP) একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা যা সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। MSP কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের (CwC) ক্ষেত্রে নিশ্চিত করবে যে, চিহ্নিত ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস রয়েছে-যেখানে তথ্যসমূহ ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদ করা হয়। সংযোগ MSP-র আরও লক্ষ্য হচ্ছে- কমিউনিটি এবং দুর্যোগ সাড়া প্রদানকারী সেক্টরের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, কমিউনিটির জনগণের প্রত্যাশার স্বীকৃতি প্রদান এবং এসব কৌশল, নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা।



স্বত্বত্যাগ: এই উপকরণটি UK-Aid – এর অর্থায়নে Action Against Hunger, CDAC নেটওয়ার্কের পক্ষে ‘সংযোগ’-এর দুর্যোগ ও জরুরী প্রস্তুতির জন্য তৈরি করেছে।